ভোরের কাগজ

MAY 14 2002

ব্ল্যাকমেইল করে হোস্টেল কক্ষে ধর্ষণ চেষ্টা ছবি তোলা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঞ্চল্য

আবু নোমান সজীব, রা. বি থেকে : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র গত রোববার নগরীর সাধুর মোড়ে অবস্থিত একটি ছাত্রাবাসে তার প্রেমিকা বলে দাবি করা এক ছাত্রীকে ব্ল্যাক মেইল করে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় আপত্তিকর ছবিও তোলা হয় বলে সূত্র জানায়। এদিকে এ ঘটনাসহ ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিবেশের অবনতি ঘটায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রক্টরিয়াল বডি আজ মঙ্গলবার এক জরুরি সভায় মিলিত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত রোববার বিকেল ৪ টায় প্রেমিক দাবিদার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হিমু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১ম বর্ষের একজন ছাত্রীকে তার প্রেমিকা হিসেবে সঙ্গে নিয়ে সাধুর মোড়ে অবস্থিত অর্কিড ছাত্রাবাসে যায়। হিমু অর্কিড ছাত্রাবাসের বোর্ডার তার বন্ধু এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তপনের কক্ষে ঐ ছাত্রীকে নিয়ে গেলে তপন হিমুকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নিজ কক্ষ ছেড়ে চলে যায়। তপন চলে যাওয়ার পর হিমু উচ্চশব্দে সিডি প্লেয়ার ছেড়ে দিয়ে ছাত্রীটিকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। একই সময়ে হিমু ঐ ছাত্রীর আপত্তিকর ছবিও তুলে। তবে অপর একটি সূত্র জানায়, অর্কিড ছাত্রাবাসের মালিকও পরবর্তী পর্যায়ে তাদের দু'জনের কয়েক কপি ছবি তুলেন। তবে তিনি আর সেসব ছবি ফেরত দেননি।

এদিকে ঘটনার সময় ছাত্রীটির চিৎকারে ছাত্রাবাসে কর্তব্যরত দারোয়ান ঘটনা আঁচ করতে পেরে ছাত্রাবাসের মালিক জাহিদ হোসেনকে খবর দেয়। ছাত্রাবাস মালিক জাহিদ হোসেন দ্রুত এসে তাদের দু'জনকে রাত ৯টা পর্যন্ত তার হেফাজতে আটকে রাখেন। একই সময়ে তিনি অভিযুক্ত হিমুর গ্রামের বাড়ি নওগাঁর মান্দা থানায় বসবাসরত তার অভিভাবকদের খবর দেন। পাবনায় বসবাসরত ঐ ছাত্রীর অভিভাবকদেরও খবর দেওয়া হয়।

ছাত্রাবাস মালিক জাহিদ হোসেন রাত ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের খবর দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নূরুল আবছার পুলিশসহ এসে তাদেরকে উদ্ধার করেন। এরপর, অভিযুক্ত হিমু এবং ঐ ছাত্রীর অভিভাবকরা এসে পৌঁছুলে তাদের মুচলেকায় দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ঐ ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি। তবে ঐ ঘটনা গতকাল সোমবার ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা চরম

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ব্ল্যাকমেইল করে হোস্টেল কক্ষে ধর্ষণ চেষ্টা

● শেষের পাতার পর

ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রদলের চাপের মুখে অভিযুক্ত ঐ ছাত্রের বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে কোনো শাস্তিমূলক ব্যাবস্থা গ্রহণ না করায় সমগ্র ক্যাম্পাসে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর নূরুল আবছার ঐ ঘটনার দিনই রাত ১০টার দিকে একটি সংগঠনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালে ক্যাম্পাসের কয়েকটি স্থান থেকে ২০ জনকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক করেন। পরে তাদের কাছ থেকে মুচলেকা আদায় করে অভিভাবকদের জানানোর ব্যাবস্থা করা হয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সিনেট ভবনের আশপাশে শিক্ষার্থীদের অবস্থান নিষিদ্ধ করেছে।